দৈনিক বাংলা

তারিখ ১২/১০/৮১
পৃষ্ঠা

ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেনের ইন্তেকালঃ দাফন সম্পন্ন

(স্টাফ রিপোর্টার)

জাতীয় অধ্যাপক ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন গত শুক্রবার সকালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না ....রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল পঁচাশি বছর। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২৬শে সেপ্টেম্বর থেকেই তিনি পিজি হাসপাতালে অচেতন অবস্থায় ছিলেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় বনানী গোরস্তানে তাঁকে দাফন করা হয়। এর আগে বায়তুল মোকাররমে বাদ আছর এবং তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে তাঁর নামাজে জানাজা সম্পন্ন হয়। জানাজায় বিপুল সংখ্যক লোক অংশ গ্রহণ করেন। ডঃ মোতাহার হোসেন দুই পুত্র, ছয় কন্যা এবং অনেক আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। আজ সোমবার বাদ আছর মরহুমের সেগুনবাগিচার বাসভবনে কুলখানি অনুষ্ঠিত হবে।

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি জনাব আবদুস সাত্তার ডঃ কাজী মোতাহার হোসেনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

এছাড়া, জেনারেল (অবঃ) এম এ জি ওসমানী, জাসদ নেতা মেজর (অবঃ) এম এ জলিল ও আ স ম আবদুর রব, আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক জনাব নূরে আলম সিদ্দিকী, ... প্রধান অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক পীর হাবিবুর রহমান, গণ আজাদী লীগ প্রধান মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ, শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দলের নেতা জনাব সিদ্দিকুর রহমান, সায়েন্স একাডেমীর প্রেসিডেন্ট ও সংসদ সদস্য ডঃ এম ও গনি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থার সাধারণ সম্পাদক রেজাবুদ্দৌলা চৌধুরী, বাংলাদেশ ছাত্র লীগ, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির, শেখ রাসেল স্মৃতি পাঠাগার, অন্বেষণ পাঠ

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

সাত্তারের শোক

(স্টাফ রিপোর্টার)

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার জাতীয় অধ্যাপক ডঃ কাজী মোতাহার হোসেনের মৃত্যুতে শুক্রবার গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেন। খবর বাসসের।

এক শোক বাণীতে বিচারপতি সাত্তার বলেন, কাজী মোতাহার হোসেন শিল্প-সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ক্রীড়াক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি বলেন, একজন সুপন্ডিত শিক্ষাবিদ হিসেবে তাঁর দীর্ঘ জীবনকালে তিনি মুসলিম রেনেসাঁ আন্দোলন ও গোঁড়ামির দাসত্ব থেকে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বলেন, মুসলমান শিক্ষাবিদদের একজন অগ্রদূত মরহুম জাতীয় অধ্যাপক তাঁর সমগ্র জীবন জ্ঞান বিস্তারের জন্য নিবেদন করেছিলেন। তিনি তাঁর গবেষণা কর্মের মাধ্যমে

চক্র এবং পারফরমিং আর্টস একাডেমীসহ বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকেও গভীর শোক প্রকাশ করা হয়।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও জাতীয় অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী থানার লক্ষ্মীপুর গ্রামে তাঁর নানার বাড়িতে ১৮৯৭ সালের (বাংলা ১৩০৪ সন) জুলাই মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ফরিদপুর জেলার পাংশা থানার বাগমারা গ্রামে। মোতাহার হোসেনের পিতার নাম কাজী গওহর উদ্দীন আহমদ এবং মাতার নাম তসিরুন নেসা। তাঁর পিতা আমীনদের ইন্সপেক্টর ছিলেন। মোতাহার হোসেনরা চার ভাই, চার বোন।

গ্রামের পাঠশালাতেই কাজী সাহেবের পড়াশুনা শুরু। তিনি কিছুদিন সেনাগ্রাম হাইস্কুলে পড়াশোনা করেন। ১৯১৫ সালে কুষ্টিয়া হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। অতঃপর তিনি রাজশাহী কলেজ থেকে আইএসসি ও ঢাকা কলেজ থেকে পদার্থ বিদ্যা অনার্সসহ বিএ পাস করেন। ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিদ্যায় এমএ পাস করেন। ১৯৩৯ সালে কাজী মোতাহার হোসেন বারাকপুরে ভারতীয় পরিসংখ্যান ইনস্টিটিউট থেকে পরিসংখ্যান ডিপ্লোমা লাভ করেন এবং একই বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে এমএ পাস করেন। ডিজাইন অব এক্সপেরিমেন্টস-এর উপর মৌলিক রচনার জন্য তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যান শাস্ত্রে পিএইচডি লাভ করেন।

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট পরিবেশিত এই সংক্ষিপ্ত জীবনীতে বলা হয়, পদার্থ বিদ্যায় এমএ পাস করেই ১৯২১-এর জুন থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পদার্থ বিদ্যার ডেমোনেস্ট্রেটর-এর দায়িত্ব পালন করেন। কিছুদিন পর তিনি সহকারী লেকচারার নিযুক্ত হন। ১৯৫৩ সালে পরিসংখ্যান বিভাগে সুপারনিউমারারী অধ্যাপক নিযুক্ত হওয়ার আগে তিনি সিনিয়র লেকচারার ও রিডার-এর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬১ সালে তিনি এমিরিটাস অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৭৫ সালের মার্চ থেকে তাঁকে জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। ১৯৩৯ এ পরিসংখ্যানে ডিপ্লোমা লাভের পর বিএসসি ক্লাসের কৃষি ছাত্রদের জন্য তিনি পার্ট টাইম শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং ১৯৪৬-৪৭ পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে।

সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। কলকাতা ঢাকা, ফরিদপুর, সিলেট, কুষ্টিয়া ও দেশের অন্যান্য স্থানে বিভিন্ন সময়ে সাহিত্য সম্মেলনে তিনি সভাপতির আসন অলংকৃত করেছেন। গল্প, স্মৃতিকথা, উপন্যাস, চিন্তামূলক প্রবন্ধ, বিজ্ঞান ভিত্তিক রচনা, সঙ্গীত সমালোচনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁর অনেক লেখা রয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য পুস্তকের মধ্যে সঞ্চরণ, সেই পথ লক্ষ্য করে, নজরুল কাব্য পরিচিতি, তত্ত্ব গণিত শাস্ত্রের ইতিহাস ইত্যাদি পুস্তকের নাম করা যেতে পারে। একজন স্পষ্টভাষী মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন লেখক হিসাবে তিনি জনপ্রিয়। সামাজিক সমস্যা ও বিজ্ঞানের উপর ইংরেজী ভাষায় লিখিত তাঁর প্রবন্ধাবলী স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত পাঠোপযোগী।

ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবনে দেশে ও বিদেশে বহু প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলেন। হেগে অবস্থিত আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান ইনস্টিটিউটে তিনিই প্রথম বাংলাদেশী সদস্য। রোমে অবস্থিত আন্তর্জাতিক গণিত ইউনিয়ন, আমেরিকান স্ট্যাটিসটিক্যাল এসোসিয়েশন, সাবেক পাকিস্তান সায়েন্স এসোসিয়েশনের পদার্থ বিদ্যা ও গণিত বিভাগের সভাপতি, ভারতীয় পরিসংখ্যান ইনস্টিটিউটে কাউন্সিলের সহ-সভাপতি, তিনি কলকাতাস্থ আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান শিক্ষা কেন্দ্রে সফররত অধ্যাপকের দায়িত্বও পালন করেন। তাছাড়া স্টকহোম, আটলান্টিক সিটি, টোকিওসহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান সম্মেলনে তিনি দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৫০-৫১ সালে তিনি কৃষি তদন্ত কমিশনের সদস্য ছিলেন। বাংলা একাডেমী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সঙ্গীত কলেজসহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটিতে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৯৬০ সালে সিতারায়ে ইমতিয়াজ খেতাবে ভূষিত হন।

১৯২০ সালে সাজেদা খাতুনের সাথে কাজী মোতাহার হোসেন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। সাজেদা খাতুনের পৈতৃক বাস হুগলীতে। তাঁদের চার ছেলে সাত মেয়ে। এদের মধ্যে দুই ছেলে ও এক মেয়ে মারা গেছেন। বর্তমান দুই পুত্র ও ছয় কন্যা হচ্ছেন কাজী আনোয়ার হোসেন, কাজী মাহবুব হোসেন, যোবেদা মীর্জা, জোবায়দা সাদ, জাহেদা খাতুন, সনজিদা খাতুন, ফাহমিদা খাতুন ও মাহমুদা খাতুন। এদের মধ্যে সবাই উচ্চ শিক্ষিত। সানজিদা খাতুন, ফাহমিদা খাতুন ও মাহমুদা খাতুন স্বনামধন্য কন্ঠশিল্পী।

কাজী মোতাহার হোসেন ব্যাপকভাবে বিদেশ সফর করেছেন। তিনি যুক্তরাজ্য, হল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী, স্পেন, আর্জেন্টিনা, চীন, জাপান, কোরিয়া, তিব্বত, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকো ইত্যাদি দেশে গিয়েছেন।

ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন একজন খ্যাতনামা দাবা খেলোয়াড়। দেশে-বিদেশে এ ব্যাপারে তাঁর যশ রয়েছে। ১৯২৫ সালে তিনি সর্বভারতীয় দাবা বিল্লিয়েন্স চ্যাম্পিয়নশীপ লাভ করেন। ইউরোপ, আমেরিকাসহ বহু স্থানে তিনি দাবা খেলায় খ্যাতি অর্জন করেন। লন টেনিসে তাঁর খেলায় ঝোঁক ছিল। সঙ্গীতেও তাঁর পারদর্শিতা সর্বজনস্বীকৃত এবং এ বিষয়ে তিনি বেশ কিছু সংখ্যক প্রবন্ধও লিখেছেন।

ডঃ কাজী মোতাহার হোসেনের জীবন সুবিস্তৃত ও কর্মবহুল। তিনি প্রচুর সুনাম ও শ্রদ্ধা কুড়িয়েছেন। পারিবারিক ও বাইরের জীবন উভয় ক্ষেত্রেই তিনি নিজেকে একজন সুখী মানুষ মনে করতেন।